যুগান্তর

তারিখ 12 JAN 2007
পৃষ্ঠা ৪ কলাম ৬
৪৪ ৮০৫০৫

# খুলনায় বোর্ডের বই না পৌঁছাতেই নিষিদ্ধ সহায়িকায় বাজার সয়লাব

খুলনা ব্যুরো

মাধ্যমিক ও উচ্চ মাধ্যমিক স্তরের পাঠ্যবই এখন পর্যন্ত খুলনাসহ পার্শ্ববর্তী এলাকার বাজারে না পাওয়া গেলেও জাতীয় শিক্ষাক্রম ও পাঠ্যপুস্তক বোর্ড (এনসিটিবি) কর্তৃক নিষিদ্ধ ঘোষিত সহায়িকায় ভরে গেছে খুলনার বইয়ের বাজার। পাঠ্য সহায়িকা কেনার জন্য অসাধু শিক্ষকদের চাপ প্রয়োগে হতাশ ও উদ্বিগ্ন হয়ে পড়েছেন অভিভাবক মহল। একশ্রেণীর অসাধু পুস্তক প্রকাশনা প্রতিষ্ঠানের প্ররোচনায় খুলনার বিভিন্ন শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে নিম্নমানের সহায়ক বই পাঠ্যসূচিতে তালিকাভুক্ত করার জন্য লাখ লাখ টাকার ডোনেশন বাণিজ্য চললেও সংশ্লিষ্ট প্রশাসন রয়েছে নির্বিকার।

জানা গেছে, এনসিটিবি কর্তৃক ২০০৭ শিক্ষাবর্ষের জন্য বোর্ড প্রকাশিত নিয়মতান্ত্রিকভাবে অনুমোদিত পাঠ্য বইয়ের তালিকা সংবলিত গেজেট প্রকাশিত হয়েছে। এ তালিকা অনুযায়ী প্রত্যেক বিদ্যালয়ের তালিকায় অন্তর্ভুক্ত সহায়ক বই (ইংরেজি ব্যাকরণ, বাংলা ব্যাকরণ ও রচনা, বাংলা দ্রুত পঠন, ইংরেজি র‌্যাপিড, সাধারণ জ্ঞান ইত্যাদি) বাছাই করে স্ব-স্ব স্কুলে পাঠ্য তালিকা প্রণয়নের নির্দেশ দেয়া হয়। একই সঙ্গে নির্দেশ অমান্য করে তালিকাবহির্ভূত কোন অননুমোদিত সহায়িকা পাঠ্য তালিকাভুক্ত করা হলে সেই প্রতিষ্ঠানের বিরুদ্ধে বোর্ডের অর্ডিন্যান্স ও সংশ্লিষ্ট সরকারি বিধি অনুযায়ী আইনানুগ ব্যবস্থা গ্রহণের কড়া হুঁশিয়ারিও দেয়া হয়, যা পত্রিকায় বিজ্ঞাপনের মাধ্যমে প্রকাশ করে সবাইকে অবহিতও করা হয়। কিন্তু এসবের তোয়াক্কা না করে অসাধুচক্রের তৎপরতা অব্যাহত রয়েছে।

খুলনা, বাগেরহাট, যশোর, ঢাকাসহ বিভিন্ন এলাকার কতিপয় পুস্তক প্রকাশনা প্রতিষ্ঠান নিয়ম-নীতি উপেক্ষা করে বিভিন্ন ধরনের পাঠ্য সহায়ক বই প্রকাশ করে বিদ্যালয়ের পাঠ্যসূচিতে তালিকাভুক্ত করার প্রতিযোগিতায় নেমেছে। বাংলাদেশ পুস্তক প্রকাশনা ও বিক্রেতা সমিতির কতিপয় দুর্নীতিপরায়ণ কর্মকর্তা এ ক্ষেত্রে পরোক্ষ সমর্থন দিচ্ছে বলেও অভিযোগ রয়েছে। এর ফলে প্রকাশনা প্রতিষ্ঠান থেকে বিভিন্ন ধরনের পাঠ্য সহায়ক বই প্রকাশ করে তাতে উচ্চ মূল্য লিখে বাজারজাত করা হচ্ছে। প্রকাশনা নিষিদ্ধ এসব বই প্রকাশনা সমিতি থেকে দালাল নিযুক্ত করে শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে প্রয়োজন মতো ডোনেশন দিয়ে তা শিক্ষার্থীদের হাতে গছিয়ে দেয়া হচ্ছে।

এনসিটিবির যথাযথ মূল্যায়ন ও অনুমোদন ছাড়া কোন বই প্রকাশ যেখানে নিষিদ্ধ, সেখানে হাসান বুক ডিপো সম্প্রতি ৬ষ্ঠ শ্রেণী থেকে নবম-দশম শ্রেণীর জন্য ডিসকভারি কমিউনিকেটিভ ইংলিশ গ্রামার' নামের একটি সহায়িকা বই বাজারজাত করেছে। বইটির প্রচারের জন্য এই প্রতিষ্ঠান পত্রিকায় বিজ্ঞাপনও দিয়েছে।

তথ্যানুসন্ধানে জানা যায়, চলতি শিক্ষাবর্ষে সহায়ক বই তালিকাভুক্ত করতে খুলনার রূপসা উপজেলার বেলফুলিয়া ইসলামিয়া বিদ্যালয়, জেকেএস মাধ্যমিক বিদ্যালয়, পল্লী মেমোরিয়াল মাধ্যমিক বিদ্যালয়, জেবিএম মাধ্যমিক বিদ্যালয়, পিঠাভোগ মাধ্যমিক বিদ্যালয়, পিয়ালী মাধ্যমিক বিদ্যালয়সহ স্থানীয় বেশ কয়েকটি বিদ্যালয় ও সমমনা শিক্ষক কল্যাণ সমিতিভুক্ত স্কুল ৩ লাখ ৩০ হাজার টাকা গ্রহণের বিনিময়ে এবং নৈহাটি মাধ্যমিক বিদ্যালয়সহ ১৩টি স্কুল নিয়ে গঠিত শিক্ষক সমিতি ৩ লাখ ৮০ হাজার টাকা গ্রহণের বিনিময়ে 'হাসান বুক ডিপো'র সঙ্গে নতুনভাবে চুক্তিবদ্ধ হয়েছে। খুলনা শহরের জিলা স্কুল, উদয়ন পুলিশ লাইন স্কুল, শিপইয়ার্ড মাধ্যমিক বিদ্যালয়, সেন্ট জেভিয়ার্স স্কুল, এআরএইচ প্রিন্স আগাখান স্কুল, লায়ন্স স্কুল, ক্রিসেন্ট জুট মিলস স্কুলসহ বেশ কয়েকটি স্কুল ইতিমধ্যেই এই প্রকাশনার সঙ্গে গত বছরের মতো পুনঃচুক্তি সম্পাদন করেছে। জেলার প্রায় সব স্কুলেই চলছে এই ডোনেশন বাণিজ্য নামের উৎকোচ প্রদানের খেলা। এই ডোনেশন বাণিজ্য নামক ঘুষের টাকা উসুল করতে প্রকাশকরা তাদের প্রকাশিত বইতে গত বছরের চেয়ে ৪০ ভাগ মূল্য বেশি লিখে বাজারজাত করছে, যা কাগজ-কালি কেনাসহ প্রিন্টিং খরচের চেয়ে ৪/৫ গুণ বেশি। অভিভাবকদের গুণমানহীন বই উচ্চ মূল্য দিয়ে বাধ্যতামূলকভাবে সংগ্রহ করতে গিয়ে হিমশিম খেতে হচ্ছে।